সাম্যবাদ

৭ নভেম্বর মহান রুশ বিপ্লবের ৯৭তম বার্ষিকী এবং বাসদের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সাম্যবাদ-এর গ্রাহক-পাঠক-শুভানুধ্যায়ীসহ দেশের শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ, বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাকর্মীদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ১২ম সংখ্যা ● নভেম্বর ২০১৪ ● পাঁচ টাকা

সরকারের ‘উন্নয়নে’ বিপর্যস্ত জনগণ

এ উন্নয়ন কার?

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

মহাজোট সরকার তাদের ভাষায় একের পর এক ‘সাফল্য’ অর্জন ও ‘কৃতিত্ব’ প্রদর্শন করে চলেছেন। সম্প্রতি মন্ত্রীসভার বৈঠকে উপস্থাপিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে গত এক বছরে সরকারের অর্জন তুলে ধরে দেশের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে গত অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ১০৪৪ ডলার থেকে বেড়ে ১১৯০ ডলার হয়েছে, রপ্তানি আয় ১১.৬৯% বেড়েছে, রাজস্ব আয় বেড়েছে ৮.৩৫%, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০.৪৪% বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি ৮.০৬% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৯৭%। প্রশ্ন হলো, দৃশ্যতঃ এত অগ্রগতির পরও সাধারণ মানুষের অবস্থা কি? সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের আন্তর্জাতিক দুটি সংগঠনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের প্রার্থীরা। ৫ জানুয়ারির ‘নির্বাচন’-এর মাধ্যমে গঠিত বর্তমান সংসদ ও সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-সমর্থনের ফলেই এই বিজয় বলে সরকার উচ্চস্বরে দাবি করে চলেছে। বিদেশ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসা হচ্ছে, কিন্তু দেশের মানুষ ওই নির্বাচন ও সংসদকে কি দৃষ্টিতে দেখে? সরকারি মহলের অনেকে পরোক্ষে বলছেন, “গণতন্ত্র কিছু কম থাকলে ক্ষতি কি, দেশে উন্নয়ন তো হচ্ছে”। সত্যিই কি দেশ খুব ভালো চলছে?

মহাজোট সরকার গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এতে আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাসের বিল দ্বিগুণেরও বেশি বাড়বে। ডিজেল-কেরোসিন ও বিদ্যুতের দামও আরেক দফা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। এর ফলে বেশি বিল দেয়ার পাশাপাশি জিনিসপত্রের দাম, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় আরেক দফা বাড়বে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন, সীমিত আয়ের সাথে বর্ধিত ব্যয়ের হিসেব কি করে মিলবে? গ্যাস খাতে কোন লোকসান ছিল না, লাভজনক এই সেক্টরে মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো। সেই বর্ধিত আয়ের বেশিরভাগই জনকল্যাণে কাজে লাগবে না, বরং লুটপাট-দুর্নীতি-অপচয়ের মাধ্যমে সরকারের সুবিধাভোগী লোকজনের পকেট ভারি হবে। নির্বাচন কমিশনে দেয়া হলফনামায় মন্ত্রী-এমপিরা তাদের সম্পত্তির যেটুকু হিসাব দিয়েছেন তা থেকেই পরিষ্কার – গত ৫ বছরে তারা বিপুল *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গ্যাস ও ডিজেল-কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে ১৫ অক্টোবর ঢাকায় বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির বিক্ষোভ

বিশেষ পার্টি কনভেনশন সফল করুন

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম এগিয়ে নিন

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

প্রতিদিন যে জীবনের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়, পত্রিকার পাতা খুললে সারাদেশের যে চেহারা ভেসে ওঠে, টিভির পর্দায় যে দৃশ্য দেখতে হয় – এর বড় অংশই আমাদের জন্য আনন্দের নয়, স্বস্তির নয়, শান্তির নয়। জীবনের লাঞ্ছনা, মনুষ্যত্বের অবমাননা আর স্বপ্নের মৃত্যু দেখতে হয় প্রতিদিনই। প্রতিদিন বীভৎস সব মৃত্যু, বর্বর হত্যাকাণ্ড, নারী ও শিশু নির্যাতন, সহিংসতার খবর আমাদের মনে সন্দেহ তৈরি করে – আমরা কি কোনো সভ্য জগতে বাস করছি? যে রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি সেই রাষ্ট্রের শাসন-প্রশাসন আমাদের ভাবতে বাধ্য করে – এই কি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ?

সমাজে বৈষম্য তীব্র ও ব্যাপক রূপ নিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ জীবনধারণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে। কাজের আশায় কত মানুষ ঘুরে মরছে। সামান্য দু'মুঠো ভাতের অভাবে মানুষ অন্যের দুয়ারে হাত পাতছে, জীবন-সম্মান সব বিলিয়ে দিচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পায় না। নারীদের জীবনে নিরাপত্তা নেই। শিক্ষা-চিকিৎসা দুর্মূল্য। এই যখন দেশের বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা তখন দেশের অল্প কিছু মানুষের হাতে সম্পদের পাহাড় জমা হয়েছে। তাদের বিলাস-ব্যসনের পেছনেই ব্যয় হয় লক্ষ টাকা! প্রতিদিন সংবাদপত্রে উঠে আসা খবরগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় কত প্রবল হয়েছে।

অথচ এ দেশের মানুষ উন্নত জীবনের আশায়, গণতান্ত্রিক সমাজের আশায় কত লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে। এদেশের মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, ধর্মতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সর্বোপরি জন্য কাতারে কাতারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। স্বাধীনতার পরেও মানুষ গণতন্ত্রের জন্য, অধিকারের জন্য অনেক লড়াই করেছে। আজকের দেশের দিকে তাকলে, সমাজের দিকে তাকালে মনে হয় – এত আত্মবলিদান, এত সংগ্রাম সবই বুঝি বিফলে গেল।

সমাজের সংকট, জনজীবনের সংকট থেকে উত্তরণের পথ কি?

আজ মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে দুই ধরনের সংকট, দুই ধরনের যন্ত্রণা – একদিকে অভাব, বৈষম্য, লাঞ্ছনা, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যদিকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রবল অবক্ষয়। যন্ত্রণাকাতর মানুষ এই উভয় সংকট থেকেই মুক্তি চায়। কিন্তু এই সংকট থেকে কীভাবে মানুষ মুক্তি পাবে? কোন পথে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রংপুরে উত্তরাঞ্চলীয় নারী সমাবেশ

অশ্লীলতা-মাদক-জুয়া ও নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের ডাক

অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া, নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক নিয়ে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৪ আগস্ট রংপুরে অনুষ্ঠিত হল রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় নারী সমাবেশ। এ উপলক্ষে সহস্রাধিক নারীর এক বিশাল মিছিল বেলা ১২টায় রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ থেকে শুরু হয়ে পৌরবাজার-পায়রা চত্বর-জাহাজ কোম্পানি মোড়-প্রেসক্লাব ও গ্রান্ড হোটেল মোড় হয়ে পুনরায় পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সমাবেশ বেলা ৩টায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন এবং সভা পরিচালনা করেন রংপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক আরশেদা খানম লিজু। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, সহ-সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস পপি।

সমাবেশে প্রধান বক্তা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, নারী সমাজের উপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার যে ভয়ংকর রূপ আমরা দেখছি তা চূড়ান্তভাবে অবক্ষয়ী- বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি। এ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নারী নিগ্রহের মাত্রাই শুধু *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

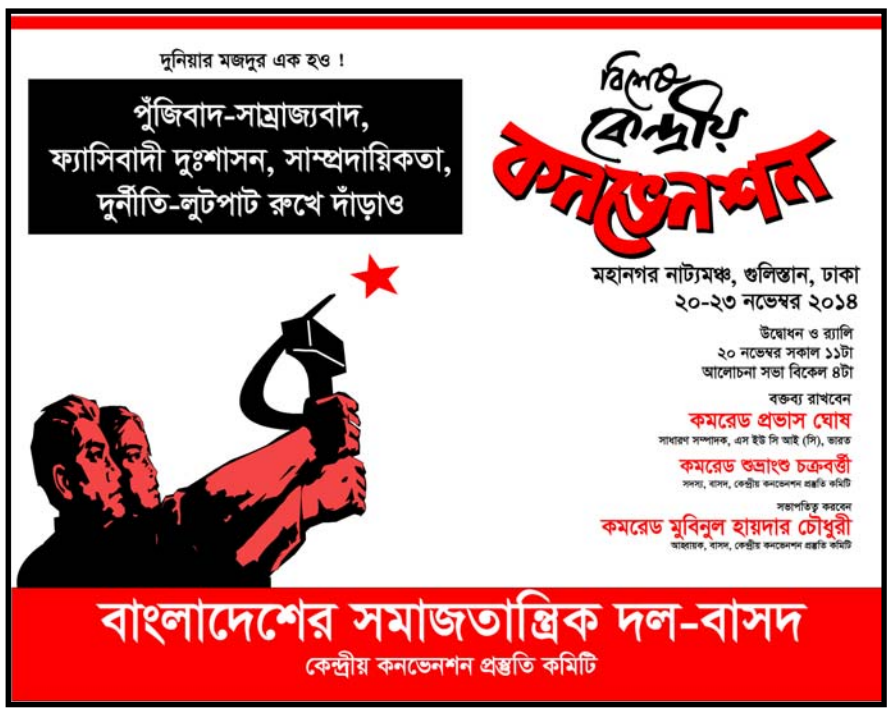

সরকারের 'উন্নয়নে' বিপর্যস্ত জনগণ : এ উন্নয়ন কার?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সম্পদের মালিক হয়েছেন। লতিফ সিদ্দিকীকে কেন্দ্র করে যেসব তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেশের মানুষ দেখেছে মন্ত্রী থাকাকালে তিনি একাই কি পরিমাণ দুর্নীতি-অনিয়ম-ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সুইস ব্যাংকে, মালেশিয়ার সেকেণ্ড হোম প্রকল্পে, কানাডায় ইমিগ্রেশনের সুযোগে বাংলাদেশ থেকে কত কালো টাকা পাচার হয়েছে তার হিসাব গণমাধ্যমে এসেছে। অথচ দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছে না, অভিযুক্ত সরকারি দলের লোক হলে তাদের নিরপরাধ ঘোষণা করে দায়মুক্তি দিচ্ছে।

অন্যদিকে দেশে খুন-অপরাধ-অপহরণ বাড়ছে, মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ও স্বস্তি নেই। সরকারি দলের আশ্রিত গডফাদার-সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ-টেণ্ডারবাজরা বেপরোয়া, আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে চলছে খুনোখুনি। র‍্যাব-পুলিশ-ডিবি বন্দুকযুদ্ধ-এনকাউন্টার-ক্রসফায়ারের নাম দিয়ে অবাধে মানুষ হত্যা করছে। এমনকি টাকার বিনিময়ে বা ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে খুন-জখম করা হচ্ছে। প্রায়দিনই বেওয়ারিশ লাশ মিলছে বিভিন্ন স্থানে। পারিবারিক-দাম্পত্য কলহের জের ধরেও ঘটছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নারী নির্যাতন-ধর্ষণ ভয়াবহভাবে বাড়ছে। শিশু-কিশোরীদের ওপর যৌন নিপীড়ন, ব্ল্যাকমেইলিং, পরিণামে হত্যা-আত্মহত্যার অনেক ঘটনা পত্রপত্রিকায় এসেছে। দেশে সহিংসতা-বিচারহীনতার সংস্কৃতি, অসহিষ্ণুতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, মাদক-পর্ণোগ্রাফির বিস্তার, নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধহীন ভোগসর্বস্ব জীবনদর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা এসব কিছুই সমাজকে অমানবিক করে তুলছে।

সম্প্রতি নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৩ জনের মৃত্যু, লঞ্চডুবিতে মৃত্যুর মিছিল আবারো দেখিয়ে দিল এদেশে সাধারণ মানষের জীবন কত মূল্যহীন। মালিকদের মুনাফার লোভে লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, বাস-ট্রাক ড্রাইভারদের মাসিক বেতনের পরিবর্তে ট্রিপ সংখ্যা অনুসারে পাওনা প্রদান, চালকদের প্রশিক্ষণ-বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা ইত্যাদি কারণে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। রানা প্লাজা ধস ও তাজরিন গার্মেন্টসে আগুনের ঘটনায় দায়ী মালিকদের বিচার এখনো হয়নি, নিহত শ্রমিকদের সবাই এখনো ক্ষতিপূরণ পাননি।

সরকার পাসের হার বেশি দেখিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করলেও তাতে মানসম্মত শিক্ষা কতটুকু হয়েছে সে প্রশ্ন সচেতন মহলে উঠেছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষায় পাস নম্বর পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাব্যবসা ও বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করার ফলে শিক্ষার খরচ দিনদিন বাড়ছে, গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাতিল করে উচ্চশিক্ষায় সংকোচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী-গরিব বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষার মূল্যবোধ ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ দুর্নীতি ছেয়ে ফেলছে শিক্ষাঙ্গনকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারি প্রশ্রয়ে দলীয়করণ-সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব। শিক্ষার মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা কিছুটা অর্জিত হলেও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতাসম্পন্ন চিন্তাশীল বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরির পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদী ও অন্ধত্ব-যুক্তিহীন ভাবম-ানসের বিস্তার ঘটছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যতটুকু অবশেষ দেশে ছিল তা-ও ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। পুনরায় ক্ষমতা ধরে রাখতে প্রহস-নমূলক একটি নির্বাচন করে জনগণের ন্যূনতম ভোটাধিকার তারা কেড়ে নিয়েছে। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাচনেও ফলাফল নিজেদের পক্ষে রাখতে ভোট ডাকাতি চালিয়েছে। এখন সম্প্রচার নীতি, বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারমাধ্যম ও বিচারবিভাগকে নিজেদের পূর্ণ দলীয় কর্তৃত্বে আনতে চাইছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও দলীয় ক্যাডারদের ব্যবহার করে বলপ্রয়োগে বিরোধীদের দমন করা হচ্ছে। সরকার নিজেদের ক্ষমতা জায়েজ করতে একদিকে মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় যুদ্ধংদেহী ভাবের অভিনয় করছে, অন্যদিকে আবার তাদের সাথেই গোপন সমঝোতা করে গদি নির্বিঘ্ন করতে চাইছে। মীরপুরের বিহারী ক্যাম্প, যশোর অভয়নগর, রামু, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও তাদের জমি-সম্পত্তি দখলের সাথে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র ধ্বজাধারী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও যুক্ত, কিন্তু তার কোনো বিচার হয়নি। পাহাড় ও সমতলে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে জমি দখল করা হচ্ছে, পাহাড়ে অঘোষিত সামরিক সামন চলছে, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শাসক দলের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে বেপরোয়া লুটপাট, দখল, চাঁদাবাজি সীমা ছাড়িয়েছে। কোরবানির গরুর হাট ও পশু চামড়ার ব্যবসাও তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হবার উপায় নেই।

'উন্নয়ন'-এর নানা চটকদার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হলেও এবারের বন্যায় ও নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসন ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের বিষয়ে সরকারের মাথাব্যথা নেই। গত ৪৩ বছরের পুঁজিবাদী 'উন্নয়নের জোয়ার'-এ দেশের অর্থনীতির তথাকথিত প্রবৃদ্ধি হয়েছে, মহাজোট সরকার তাদের ঘোষিত 'মধ্য আয়ের দেশ' বানানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ধনকুবের শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অসৎ সামরিক-বেসামরিক আমলা ও তাদের সুবিধাভোগীদের নিয়ে গঠিত ধনিকগোষ্ঠীর সম্পদ বাড়ছে। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক গরিব-মধ্যবিত্ত বিপুল জনসাধারণ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, অভাব-অনটনে হাঁসফাঁস করছে। এদেশের সম্পদ সৃষ্টিতে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেই গার্মেন্টস শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও মানুষের মতো বাঁচার উপযোগী মজুরি পায় না, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত, প্রবাসী শ্রমিকরা প্রায় দাসের মত জীবনযাপন করে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রমশক্তি অনিশ্চয়তাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, ছিন্নমূল বস্তিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠী এদেশের জমি-কারখানা-উৎপাদন যন্ত্রসহ সবকিছুর মালিক, তাদের স্বার্থেই অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত এসব দল এই ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রেখে তার সুবিধা ভোগ করতে চায়। ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও গরিবের দুর্দশা কাটে না, অন্যদিকে মালিকরা টাকার পাহাড় গড়ে।

বাংলাদেশে এই পুঁজিবাদী উন্নয়নের গতি আরো বাড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। চীন-ভারত-রাশিয়াসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাড়াতে চায়। বাংলাদেশের সস্তা শ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবকাঠামো খাতে লুণ্ঠনের সুযোগ তাদের প্রধান আকর্ষণ। এ দেশে আপেক্ষিক অর্থে শক্তিশালী যে ধনকুবের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তারাও তাদের পুঁজির ক্ষমতা, এদেশের বিপুল শ্রমশক্তি ও বিশাল বাজারকে কাজে লাগিয়ে আরো বেশি লুণ্ঠন ও মুনাফার সুযোগ চায়। দেশি-বিদেশি এই লুটেরারা তাদের স্বার্থে এমন সরকার চায় যারা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, জনগণের আন্দোলন-বিক্ষোভ বিশেষ করে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করে মালিকদের অবাধ শোষণের সুযোগ করে দেবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ শক্ত হাতে এ ধরণের কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার উপযোগী অধিকতর সংগঠিত শক্তি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী রয়েছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান সরকার পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে ততক্ষণ জনগণের চোখে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী দুঃশাসন হলেও তাকে মদদ দিয়ে যাবে দেশের ধনিকগোষ্ঠী। দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা যাই থাকুক, এ কারণেই বর্তমান সরকারের পেছনে দেশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী, বিচারবিভাগ, প্রচারমাধ্যমের বড় অংশ সমর্থন দিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের ফলে ধনিকগোষ্ঠীর সম্পদবৃদ্ধির কিছুটা ভাগ মধ্যবিত্তদের একাংশ পাচ্ছে, ফলে তাদের মধ্যেও 'যে-কোনোভাবে উন্নয়ন হলেই হল' – এই মনোভাব বাড়ছে। এই অবস্থা গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে দেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েমের পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতিতে বৈষম্য, বঞ্চনা, জনজীবনের সংকট বাড়তে থাকবে। এর বিরুদ্ধে জনমনে অসন্তোষ বাড়বে, নানা দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ হতে থাকবে। এদেশের মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্খা ও সংগ্রামের ঐতিহ্য শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনার পথে প্রতিবন্ধক। জনজীবনের সংকট নিরসন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষের দাবিতে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলে বামপন্থীদের নেতৃত্বে জনগণের সংগঠিত, সচেতন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে পারলেই বর্তমান পরিস্থিতির সত্যিকার পরিবর্তন সম্ভব।

কমরেড কৃষ্ণ কমল লাল সালাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মহলে বিবেচিত হয়েছে। আর সে কারণে কমরেড কৃষ্ণ কমলের শবদেহ বিকাল ৪টায় যখন শহীদ খোকন পার্কের শহীদ মিনারে রাখা হয়, শতশত কমরেড ও গুণগ্রাহীদের ঢল নেমেছিলো তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে এসেছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেডস শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ওবায়দুল্লাহ মূসা, উজ্জ্বল রায়, মানস নন্দী। শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামল ভট্টাচার্য, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভাষাসৈনিক মাহফুজুল হক দুলু। এছাড়াও বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ, সমাজতন্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, সদস্য আহসানুল হাবিব সাঈদ-সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম-সহ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ, সমাজতন্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, সদস্য কল্যাণ দত্ত-সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক রোকেয়া বেগম ও মাছুমা আল মাহবুবা-সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও বাসদ বগুড়া জেলা শাখার আহবায়ক কমরেড সাইফুল ইসলাম পল্টু-সহ নেতৃবৃন্দ, সিপিবি বগুড়া জেলার সভাপতি কমরেড জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, উদীচী-এর জেলা নেতৃবৃন্দ, জাসদের পক্ষ থেকে রেজাউল করিম তানসেন, আমিনুল ইসলাম মিঠু, জাসদ ছাত্রলীগ, যুবজোট, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, জয়পুরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, গণজাগরণ মঞ্চ, প্রজাবাহীনী প্রেস লেন ব্যবসায়ী সমিতিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শতশত মানুষ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে এক শবযাত্রা শহীদ খোকন পার্ক থেকে শুরু হয়ে সাতমাথা হয়ে বড়গোলায় শেষ হয়। এরপর কমরেড কৃষ্ণ কমলের শবদেহ তাঁর গ্রামের বাড়ি রংপুরের পীরগাছার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে শবদেহসহ কমরেডগণ যখন পীরগাছায় পৌছান, সেই রাতের বেলা শতশত মানুষ সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

কমেরড কৃষ্ণ কমল কিশোর বয়সেই স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে যখন বাসদের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তিনি মাত্র ৮ম শ্রেণির ছাত্র। এতটুকু বয়সে তিনি এটুকু বুঝেছিলেন যে শোষণমুক্তির সংগ্রামই হচ্ছে বড় মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। তারপর এসএসসি পরীক্ষার কিছুদিন আগে তিনি সক্রিয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাথে যুক্ত হন। পীরগাছা ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে কমল কিছুদিন রংপুরে পার্টির কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরে অনার্সে ভর্তির সূত্রে ১৯৯৭ সালে বগুড়ায় আসেন। এখানেই তার সংগ্রামী রাজনৈতিক যাত্রার শুরু। বগুড়ায় সরকারী আযিযুল হক কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির পরপরই তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একই বছর ছাত্র ফ্রন্টের বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি আকসু নির্বাচনে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কলেজে রাজনীতি শুরু করার পর থেকেই ছাত্রদের স্থানীয় ও জাতীয় সংকট নিরসনের আন্দোলনের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেন। তাঁর সংগ্রামের একাগ্রতা ও বলিষ্ঠতা এবং বিনয়ী স্বভাব কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর মনে যে রেখাপাত ফেলেন, তাতে তিনি সকলের প্রিয় 'কমল দা'-তে পরিণত হন।

বগুড়া শহীদ মিনারে কমরেড কৃষ্ণ কমলের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন বাম-প্রগতিশীল দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় কমরেড কৃষ্ণ কমল ১৯৯৯ সালে ছাত্র ফ্রন্টের পূর্ণ সদস্য, ২০০৩ সালে বগুড়া জেলার সভাপতি এবং একই বছরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। ২০০৪ সাল পার্টির সিদ্ধান্তক্রমে রাজনীতির পাশাপাশি জয়পুরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেই কলেজেই কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি বাসদের বগুড়া জেলা শাখার সদস্য সচিব নির্বাচিত হন। বগুড়ায় পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড কৃষ্ণ কমল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছাত্র ফ্রন্ট, কৃষক ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট-সহ সকল ফ্রন্ট সমূহকে নিবি-ড়ভাবে পরিচর্যা করে একদিকে যেমন বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে মার্কসবাদী চিন্তার চর্চা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে তার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য ও সবার অনুসরণীয়।

পার্টির অভ্যন্তরে শোধনবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও কমরেড কৃষ্ণ কমল ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সৈনিক। তিনি পার্টির প্রাণসত্ত্বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে নিরলস ও কষ্টকর সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি ২০১৩ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর কমরেড কৃষ্ণ কমল বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সদালাপী ও মিষ্টভাষী কমরেড কৃষ্ণ কমল কেবল দলের কর্মী-সংগঠকদেরই নয়, বগুড়ার সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি সংগঠনের স্নেহের, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তিনি তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বগুড়া জেলা শাখার সদস্য সচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন।

অশ্লীলতা-মাদক-জুয়া ও নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের ডাক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বাড়াবে না, সমাজেও নিদারুণ সাংস্কৃতিক সংকট ডেকে আনবে। ফলে সকল প্রকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীমুক্তি আন্দোলন আজ সমাজপ্রগতির সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শোষণমুক্তির চেতনায় নারী আন্দোলন সংগঠিত করা ছাড়া সত্যিকার নারীমুক্তি অসম্ভব। নারীর বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় তথা মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রগতিশীল বিবেকবান মানুষসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাবেশে অন্যান্য বক্তারা বলেন, আজ থেকে ১৯ বছর আগে ১৯৯৫ সালের ২৪ আগস্ট ইয়াসমিন নামক কিশোরী পুলিশ গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে দিনাজপুরে এক গণঅভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। গণআন্দোলনের চাপে সেদিন প্রশাসন অচল হয়েছিল, ফাঁসি হয়েছিল তিন পুলিশ সদস্যের। সেই আন্দোলন ইতিহাসে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এই দিবসে অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা ও নারী নির্যাতন-নারী-শিশু পাচার বিরোধী সমাবেশ আয়োজন করেছে।

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া, নারীর প্রতি সহিংসতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে নারীসমাজ ও দেশবাসী আতংকগ্রস্ত। মোবাইল ফোনে ছবি ডাউনলোড, পর্নো পত্রিকা, নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে নারীদের যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাতে করে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। মাদক-জুয়ার আসর চলছে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদে। এই অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা ও মাদক-জুয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি নিগৃহিত ও নির্যাতনের শিকার হয় নারীরা। সেজন্য বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এসবের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান করছে। শুধু রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় ২০১৪ সালের জুলাই পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে ১২ জন। যার মধ্যে ৮ জনই শিক্ষার্থী। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ৯৮ জন। যার মধ্যে ৪৯ জনই ছাত্রী। গাইবান্ধায় রিক্তা হত্যার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শুধু রংপুর-গাইবান্ধা নয়, নারী নির্যাতনের ভয়াবহ রূপ সারা বাংলাদেশে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অভাবে নারীর প্রতি এই সহিংসতা দিন দিন বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সকল বিবেকবান মানুষের দায়িত্ব। আর মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক চিন্তার ফলে সমাজের মননকাঠামোয় নারীদের সম্পর্কে যে অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান।

সমাবেশ থেকে ১৫-২১ অক্টোবর রংপুর রাজশাহী বিভাগের প্রতিটি জেলায় সপ্তাহব্যাপী অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা বিরোধী প্রচার, গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিলি এবং ২১ অক্টোবর জেলা উপজেলায় অশ্লীল পোস্টারে কালি লেপন, অপসারণ ও অগ্নিসংযোগ-এর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত

১৯৯৪ সালে দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে গণঅভ্যুত্থান স্মরণে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ২৪ আগস্ট বিকাল ৫টায় নিউমার্কেট চত্বরে এক মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আসমা আক্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক পূরবী চক্রবর্তী।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ২৪ আগস্ট বিকালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তাসলিমা নাজনীন সুরভী, তাসলিমা আক্তার বিউটি, ফারহিন ইসলাম সোমা।

অশ্লীল পোস্টার-পর্নোপত্রিকায় কালি লেপন ও অগ্নিসংযোগ

অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ অক্টোবর সকাল ১১টায় বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্তরে বিক্ষোভ-সমাবেশ এবং অশ্লীল ও নোংরা পোস্টারে কালিলেপন ও অগ্নিসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সংগঠনের জেলা নেতা কামরুন্নাহার খানম শিখার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের সংগঠক নন্দিনী দাস, মৌরি প্রমুখ। সমাবেশ শেষে নারীমুক্তির সংগঠকরা প্রেসক্লাব চত্বরে পর্নোপত্রিকায় অগ্নিসংযোগ ও সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সামনে বাংলা সিনেমার অশ্লীল পোস্টারে কালি লেপন করে। গাইবান্ধায়, বগুড়ায়ও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে 'অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা ও মাদকের বিস্তার এবং যুবসমাজের উপর এর ভয়াবহ প্রভাব' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ১৭ অক্টোবর মাহিগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রংপুর জেলার সভাপতি আরশেদা খানম লিজু এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাহার লিপি। বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক ও শিক্ষাবিদ মীর আনিসুল হক পেয়ারা, কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক মলয় কিশোর ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ ফকরুল আনাম বেন্‌জু, বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জেলা সভাপতি এড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক বাবুসোনা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ, মাহিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি বাবলু নাগ, মাহিগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভার্নিং বডির সদস্য আব্দুস সোবহান, নাট্যকার ডা. মানস সেন গুপ্ত, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাহিগঞ্জ ইউনিটের কমান্ডার মনির হোসেন, মাহিগঞ্জ বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আজিজুল্লাহ মিয়া, ক্রীড়া সংগঠক আব্দুর রহমান বাবু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সংগঠক ইয়াসমিন হক, কামরুন্নাহার খানম শিখা প্রমুখ।

১৮ অক্টোবর বগুড়ায় নারীমুক্তির সমাবেশ

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিয়ের বয়স কমানোর নির্দেশনার প্রতিবাদ

'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪' এর খসড়ায় বিয়ের বয়স কমানোর নির্দেশনা বাতিল ও ঘরে বাইরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ১৮ অক্টোবর সকাল ১১টায় বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্ত, ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা নাজনিন সুরভী, সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা ও ফাহিমা কানিজ লাভা। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সমাজ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের সরকার দেশের জনগণকে মধ্য যুগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সরকার বাল্যবিবাহের বয়স কমানোর বিষয়ে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা এর একটি নমুনা। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ করেছিল। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই বয়স আরো বাড়িয়ে ২৫ করা যায় কিনা। সেখানে সরকার প্রধানের বিয়ের বয়স ১৬ করার নির্দেশনা গণতান্ত্রিক মুক্তমনা সকল মানুষকে হতবাক করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও সরকার দলীয় জোটের নেত্রীরা মরিয়া হয়ে সরকারের এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য অযৌক্তিক ও হাস্যকর তথ্য উপস্থাপন করছেন।

রংপুর

গাইবান্ধা

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ২০১৩ সালে এই সরকার যে শিশু আইন করেছে সেখানে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে শিশুর বয়স বলা হয়েছে ১৮ যা বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে। কিন্তু তারপরও কেন এই বয়স নিয়ে তালবাহানা! গত ১৩ সেপ্টেম্বর '১৪ দৈনিক প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সারা বিশ্বে তৃতীয় ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রথম। গার্ল সামিট থেকে ফিরে এসে এই ধরনের প্রতিবেদন সরকারকে বিব্রত করেছে। তার হাত থকে রক্ষা পেতে সরকার দেশের নারীদের আরো পিছিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশে কেন বাল্যবিবাহ বাড়ছে তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সভা সেমিনার, গবেষণা হয়েছে। তাতে যে তথ্য বেরিয়েছে তা হল দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফীর বিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি। বাল্যবিবাহ কমাতে হলে সরকারের উচিত হবে এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাল্যবিবাহ কিংবা ১৮ বছরের মধ্যে বিবাহের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেয়েরা। কারণ তাকে গর্ভধারণ করতে হয়। ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার বাড়ে, মা জরায়ু ক্যান্সারে ভোগে, রক্তশূন্যতা, পুষ্টিহীনতা বাড়ে, মা ও শিশু মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এ তো গেল শারীরিক বিষয়। ১৮ বছরের আগে কোনো মানুষ মানসিকভাবে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাহলে তাদের কেন এমন একটি বিপজ্জনক পরিবেশে ঠেলে দেওয়া? সরকার প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের কথা বলে ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতাকে বৃদ্ধি করছে। সরকার মৌলবাদী চিন্তার কাছে কি আত্মসর্মপন করছে? আর তা যদি হয়, সরকারের এই পদক্ষেপ দেশের গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান ও সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই নির্দেশনা বাতিল করে বাল্যবিবাহের হার কমানোর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও ঘরে বাইরে নারীর নিরাপত্তা বিধান করার জন্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪'-এর খসড়ায় বিবাহের বয়স কমানোর যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রংপুর : বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়ায় বিয়ের বয়স কমানোর নির্দেশনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখা ২ অক্টোবর সকাল ১১টায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছে।

সিলেট : নারী- শিশুর ওপর সকল ধরনের নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ রোধের নামে বিবাহের বয়স কমানোর প্রতিবাদে নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সিলেট সিটি পয়েন্টে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পূর্বে বিক্ষোভ মিছিল সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলার সংগঠক তামান্না আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ইশরাত রাহী রিসতার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, রুবাইয়াৎ আহমেদ, লক্ষী পাল প্রমুখ।

পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে রংপুরে আন্দোলন

রংপুর নগরীর লালবাগ চুড়িপট্টি বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্ত প্রতিহত করা ও পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিতে বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১ অক্টোবর বেলা ১২টায় স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর

১৩ অক্টোবর বস্তিবাসীদেররেলপথ ও রাজপথ অবরোধ

সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি হাজার হাজার একর খাসজমি লুটেরারা দখল করে রেখেছে। শাসকগোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কিন্তু যে শ্রমজীবী বস্তিবাসী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সমাজকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের উচ্ছেদের ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী সিদ্ধহস্ত। নেতৃবৃন্দ বলেন, হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে পুনবার্সন ছাড়া কোনো বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না। স্থানীয় প্রভাবশালী ও লুটেরাদের স্বার্থে হত-দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা চলবে না।

উচ্ছেদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর বিকেলে বস্তিবাসী লালবাগে রেলপথ ও রাজপথ অবরোধ করে সমাবেশ করে। লালবাগ চুড়িপট্টি রেলবস্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের সভাপতিত্বে অবরোধ চলাকালে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসী, বস্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আবু তালেব, মিজানুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, আফরোজা বেগম প্রমুখ। বক্তারা বলেন আমরা জীবন দিয়ে হলেও আমাদের ভিটেমাটি রক্ষায় বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্ত প্রতিহত করবো। উলে-খ্য, স্বাধীনতার পর থেকে এখানে এই বস্তিবাসীরা বসবাস করছে। রেল কর্তৃপক্ষ ১৪ অক্টোবর বস্তি উচ্ছেদ করবে এই মর্মে তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা জানার পর বস্তিবাসী-রা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

উচ্ছেদ প্রতিরোধে ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অবস্থান ও সমাবেশ করেছে বস্তিবাসী। বাসদ ও ছাত্র ফ্রন্ট নেতা-কর্মীরা তাদের সাথে ছিলেন। পরদিন ১৫ অক্টোবর বুধবার সকাল ১১টায় সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লালবাগ চুড়িপট্টি রেলবস্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে সংহতি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম কমিটির সভাপতি আবু তালেব। সংহতি সমাবেশে বক্তৃতা করেন সিপিবি'র জেলা সভাপতি শাহাদাত হোসেন, বাসদ জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ, ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসি, ছাত্র ইউনিয়ন কারমাইকেল কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ রায়, ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল ছাত্তার, বস্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ, স্কুল শিক্ষিকা বিনতে রুবাইয়া পিয়া প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বস্তিবাসীদের যৌক্তিক আন্দোলনে রংপুরের বাম-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, দেশপ্রেমিক জনগণ সকলেই পাশে আছে। যে কোনো মূল্যে পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে। তারা আরো বলেন, বস্তিবাসীরা এলাকার বাসা-বাড়িতে-মেসে কাজ করে, রিকসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা কেউ নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে, কেউ পেটের দায়ে শহরমুখী হয়েছে। নেতৃবৃন্দ উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী ভূমিহীনদেরকে খাসজমি বরাদ্দ করে পুনর্বাসন করার দাবি জানান।

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

বর্ষা মৌসুমের শেষে আকস্মিক বন্যা এবং নদীভাঙনের কারণে তিস্তা নদীর অববাহিকার অঞ্চলের অনেক পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেছে। অনেক বাড়ি-ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ অঞ্চলের ক্ষেতমজুর-দিনমজুরদের এমনিতেই সারাবছর কাজ থাকে না। তার উপর এবারের বন্যা ও নদীভাঙনে এই ক্ষেতমজুর-দিনমজুররা একেবারেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। হাতে কাজ নেই, ঘরে খাবার নেই। বন্যায় আমন ধানের বীজতলা সহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বিনামুল্যে বীজ-সার সরবরাহ, পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ, মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত পুননির্মাণ, বন্যাদুর্গত মানুষদের কাজের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মসূচি পালন করেছে বাসদ।

গাইবান্ধা : বন্যাদুর্গত এলাকায় সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ, মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চারাবীজসহ সকল কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ ও নদীভাঙন কবলিত মানুষদের খাস জমিতে পুনর্বাসন, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণ করা এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার দবিতে বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, আমিনুল ইসলাম ।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বিনামুল্যে বীজ-সার সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত পুননির্মাণ, বন্যাদুর্গত মানুষদের কাজের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি চালুসহ ৯ দফা দাবীতে বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গাইবান্ধার রুপার বাজার থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে তালতলা, কাউন্সিলের বাজার হয়ে গিদারীতে গিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় বিভি-ন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, গোলাম সাদেক লেবু, নিলুফার ইয়াসমীন শিল্পী, জুয়েল মিয়া, শাহিন মিয়া প্রমুখ।

রংপুর : বন্যা দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ, আমন ধানের চারাসহ সকল কৃষি উপকরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন প্রমুখ। সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রিসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানান।

বন্যা ও নদীভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় বাসদ গংগাচড়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সংগঠক কমরেড মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, উপজেলা সংগঠক ডা. মনজুদার

রহমান, ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় প্রমুখ। সমাবেশের পর মিছিল সহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ডাকাতিয়া নদী রক্ষা ও নিবন্ধনের দাবিতে ফরিদগঞ্জে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ

প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন, ডাকাতিয়া নদীর কচুরিপানা পরিষ্কার করে মাছ-পানি ও পরিবেশ রক্ষায় স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণের দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে মানববন্ধন ও মিছিল সমাবেশ করেছে ফরিদগঞ্জ মৎস্যজীবী সংগ্রাম পরিষদ। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি ফরিদগঞ্জ উপজেলার সদস্য সচিব জি এম বাদশা, মৎস্যজীবী সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, মৎস্যজীবী অনিল দাস, শীতল দাস, সুখ রঞ্জন ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ফারুক আহাম্মদ পাটওয়ারী প্রমুখ।

ফরিদগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপে-ক্স গেইটে মানববন্ধন চলাকালে বক্তারা বলেন, সিআইপি'র অভ্যন্তরে ফরিদগঞ্জে প্রবাহমান ডাকাতিয়া নদীর পানি পঁচে প্রতি বছর মাছ মরে ভেসে উঠছে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে নদীর দু'পাড়ে। হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জনজীবন। নদীতে জমাট বাঁধা কচুরীপানা পঁচে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে নদীকে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকা নির্বাহকারী জেলে-মৎস্যজীবীরা রয়েছে খুবই বিপাকে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বছরে কয়েক দফা জমাট বাঁধা কচুরীপানা পঁচে মাছের মড়ক লেগে ডাকাতিয়া মাছশূন্য হয়ে পড়ে। ডাকাতিয়া নদীর কচুরীপানা পরিস্কার রাখা জেলে, মৎস্যজীবি ও দুই তীরের জনগণের সাধ্যের অতীত। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ সরকারি উদ্যোগ। তাই ডাকাতিয়া নদীকে কচুরীপানা মুক্ত রাখতে টি আর, কাবিখা-কাবিটার মতো স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

তারা আরও বলেন, চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের বাঁধের ফলে ডাকাতিয়া নদীতে প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটা বন্ধ হলেও ডাকাতিয়া একটি উন্মুক্ত জলমহাল। উন্মুক্ত জলমহাল ইজারা দেওয়ার বিধান না থাকায় মহল বিশেষ ডাকাতিয়া নদীর প্রকৃতি পরিবর্তন করে বদ্ধ জলাশয় দেখিয়ে ইজারা নেওয়ার হীন চেষ্টায় লিপ্ত। এই চক্রান্ত বাস্তবায়িত হলে জীবিকা হারাবে হাজার হাজার জেলে মৎস্যজীবী, নদী ব্যবহারের অধিকার হারাবে দুই তীরের লক্ষ মানুষ। মৎস্যজীবীরা অভিযোগ করে বলেন, বিভিন্ন স্থানে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে অমৎস্যজীবি ও সুবিধাবাদীদের নিবন্ধন দেয়ার হীন কাজ করছে। তাই, তারা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়ন ও নিবন্ধন করার জন্য জোর দাবি জানান।

নৌকা ভাড়া কমানোর দাবিতে রৌমারীতে আন্দোলন

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া কমানোর দাবিতে রৌমারী 'যাত্রী অধিকার রক্ষা কমিটি'-র পক্ষ থেকে গত ১৯ আগস্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপি গ্রহণ করার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার দাবীসমূহ মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এসময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যাত্রী অধিকার রক্ষা কমিটির সংগঠক রৌমারী ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব আ. আউয়াল, বাসদ নেতা মহিউদ্দিন মহির, রৌমারী মহিলা কলেজের প্রভাষক জনাব আকতারুজ্জামান, রৌমারী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, রৌমারী উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে নদী বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। স্যালো ইঞ্জিন চালিত নৌকাই হচ্ছে অত্র অঞ্চলের মানুষের জেলা সদরে যাতায়াতের একমাত্র বাহন। আমরা জানি যে নদী পথ স্বল্প ব্যয়ে যাতায়াতের মাধ্যম। কিন্তু কুড়িগ্রাম জেলায় আমরা এর ভিন্নচিত্র দেখতে পাই। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার নদীপথের যাতায়াতের ভাড়ার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং যাত্রী প্রতি নৌকাভাড়া কত টাকা নেয়া হবে টোলচার্টে তার কোনো উল্লেখ নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থলপথে প্রতি কিলোমিটারে মাথাপিছু ভাড়া ১.৫০ (দেড়) টাকা। আমাদের জানা মতে ফুলুয়ার চর ঘাট হতে চিলমারী এবং কুড়িগ্রামের দুরত্ব যথাক্রমে ৮ (আট) এবং ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার। সে হিসেবে ভাড়া সর্বোচ্চ চিলমারীর ক্ষেত্রে যাত্রীপ্রতি ১২ টাকা এবং কুড়িগ্রামের ক্ষেত্রে ৪৫ টাকা নির্ধারিত হওয়ার কথা। তাই আমরা মনে করি এতদিন ধরে চিলমারীর ভাড়া ৫০ টাকা এবং কুড়িগ্রামের ভাড়া ৭০ টাকা যে নেয়া হত সেটাই উক্ত নীতিমালা অনুসারে অস্বাভাবিক ভাড়া হিসেবে পরিগণিত হয়। সেখানে জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করেই ৫০ টাকার স্থলে ৭০ টাকা এবং ৭০ টাকার স্থলে ৮০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ নিঃসন্দেহে নিয়ম বহির্ভূত এবং স্বেচ্ছাচারিতারই বহিঃপ্রকাশ। এর প্রতিবাদে যাত্রী অধিকার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৬ জুলাই তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে লিখিতভাবে অবগত করা সত্ত্বেও ঘাট ইজারাদার বিষয়টি কর্ণপাত না করে, জনমতকে উপেক্ষা করে, গায়ের জোরে অদ্যবধি নিয়মবহির্ভূতভাবে বর্ধিত ভাড়া আদায় করেই চলছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে নিয়মবহির্ভূত বর্ধিত নৌকা ভাড়া প্রত্যাহার, যাত্রী হয়রানী বন্ধ করা, শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধীদের ভাড়া অর্ধেক করা, নৌকা ঘাটে-নৌকায় গণশৌচাগার ও ঘাটে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে অতিরিক্ত যাত্রী বহন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। আন্দোলনের মুখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকাভাড়া যাত্রীপ্রতি ১০ টাকা কমানো হয়েছে।

বর্ধমানে বিস্ফোরণ কাণ্ড – কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই দায়ী

এস ইউ সি আই (সি)

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নির্বিচারে সব মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি? একজন স্বঘোষিত 'গডম্যান' আশারাম বাপু, আশ্রমে ব্যাভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছে, তার মানে কি সব আশ্রমেই ব্যাভিচার চলছে? এ ভাবে বিচার ঠিক নয়। এমন একটা জিগির তোলা হচ্ছে যেন সীমান্ত পার হয়ে গোটা বাংলাদেশের মুসলিমরা এপারে চলে আসছেন এখানেও মুসলিম রাজত্ব কায়েম করবে বলে। এ কথা কী ভোলা যায় যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণই মাত্র কয়েক দশক আগে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বুকের রক্ত ঢেলে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়ে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজও সেখানে ইসলামিক মৌলবাদী জামাতের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে তারাই। আজ তারাই নাকি আসছে দলে দলে এ দেশে জামাতকে শক্তিশালী করার জন্য! এ সব আজগুবি কথাও ছড়ানো হচ্ছে। সব দেশেরই নাগরিকদের অন্যদেশের নাগরিক হওয়ার আন্তর্জাতিক আইন আছে। সরকারের দায়িত্ব খোঁজ নিয়ে দেখা, কাকে নাগরিকত্ব দেওয়া যায়, আর কাকে যায় না। অন্যদিকে দারিদ্র্যের জ্বালায় গরিব মানুষরা, বৈধভাবে হোক অবৈধভাবে হোক, পার্শ্ববর্তী দেশে বা অন্য দেশে যান। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দলে দলে মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকে, আমাদের দেশ থেকেও বিদেশে, মধ্যপ্রাচ্যে যায়, তেমনি ভারতেও বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আসে, অনেকে দিনে কাজ করে ফিরে যায়। এদের সকলকেই নির্বিচারে সন্ত্রাসবাদী বলা চলে কী? এদের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া উচিত।

এ কথা ঠিক যে, ধর্মীয় মৌলবাদ এক বিপজ্জনক শক্তি হিসাবে সমগ্র বিশ্বে দেখা দিয়েছে। ইতিহাসে এক সময় সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণিই ধর্মীয় চিন্তা ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে পৌঁছে সেই বুর্জোয়ারাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রোখার জন্য ধর্মীয় মৌলবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। যদিও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা, দেশে দেশে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর অনুপস্থিতির ফলেই বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীরা সব ধর্মীয় মৌলবাদ বিশেষত ইসলামিক মৌলবাদকে ইন্ধন দিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। বিন লাদেন, আল কায়দা, তালিবান, আই এস এস, জামাত ইত্যাদিরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। এখন আবার এরাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মার্কসবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু সকল ধর্ম প্রচারকদেরই শ্রদ্ধা করি, কারণ তাঁরা তাঁদের যুগে প্রগতি ও ন্যায়ের জন্যই লড়েছিলেন। তাই আমি মনে করি, আজ ইসলাম ধর্মের নামে একদল সন্ত্রাসবাদী যা করে বেড়াচ্ছে, ইরাকে, সিরিয়ায়, আফগানিস্তানে ও অন্যান্য দেশে যেসব ধ্বংসকাণ্ড করে যাচ্ছে, সিয়া-সুন্নি লড়াই চালাচ্ছে, যৌন-নিপীড়নে মেয়েদের 'দাসে'র মতো ব্যবহার করছে – এ সব দেখলে যদি বেঁচে থাকতেন হজরত মুহাম্মদ জেহাদ ঘোষণা করতেন। যেমন বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে এ দেশে হিন্দু ধর্মের নামে বিজেপি-আর এস এস যা করে বেড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম – চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কি হিন্দু ছিলেন না? কই তাঁরা তো বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির গড়ার আহ্বান জানাননি। তাঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন বলে করেননি? রামকৃষ্ণ তো মসজিদেও নামাজ পড়েছিলেন। আমি বিবেকানন্দের বই পড়ে শোনাতে পারি, যেখানে তিনি বলছেন, 'আমার কাছে সব ধর্মই সমান', সব ধর্মকেই সমান মর্যাদা দিই; বলছেন – আমি কৃষ্ণকে যেমন সম্মান করি তেমনি হজরত মুহম্মদকেও করি। আরও বলছেন – আমার একটি সন্তান থাকলে আমি এক পঙক্তি মন্ত্র ছাড়া আর কিছু শেখাতাম না। তারপর বড় হয়ে সে বৌদ্ধ হতে পারে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্বিরোধে আমার স্ত্রী খ্রিস্টান ও আমি মুসলমান হতে পারি। আর এস এস নেতারা বলুন, এই বিবেকানন্দ কি হিন্দু ছিলেন না?

পশ্চিমবঙ্গের একটা ঐতিহ্য ছিল – এটাই ছিল ভারতীয় নবজাগরণ, স্বদেশি আন্দোলনে বিপ্লববাদ এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবিত বামপন্থার কেন্দ্রস্থল। সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে তেমন ভাবে মাথা চাড়া দিতে পারেনি। রামমোহন সংস্কৃতি শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং বেদান্তের পরিবর্তে বিজ্ঞান শিক্ষায় জোর দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তো বলেই ছিলেন – বেদান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন, প্রাকৃতিক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা চাই। সেই ঐতিহ্যকে দু'পায়ে মাড়িয়ে আর এস এস বৈদিক যুগের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, সবই নাকি বেদে ছিল। এর পর বলবে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, থিওরি অব রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তত্ত্বও বেদে ছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলরা রাজনীতির সাথে ধর্মকে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এমনও বলেছিলেন, আমি পড়ে শোনাচ্ছি, 'সন্ন্যাসি ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না। আমরা চাই দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী নরনারী একপ্রাণ হয়ে দেশের সেবা করুক। হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দু রাজে'র ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক – ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না। বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাউকে রেহাই দেয় না।' এই সব মানুষদের চিন্তার প্রভাবে একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো মানুষ এই বাংলায় জায়গা করে উঠতে পারেননি। একদিকে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার মর্যাদা নষ্ট করেছে, গণআন্দোলনের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করেছে, এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনও আদর্শগত সংগ্রামও করেনি, যার ফলে ওদের দলেরই একদল হিন্দু এখন বিজেপিতে, আর একদল মুসলিম তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলের অপশাসনও মানুষকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করছে। এসবের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া মিডিয়ার মদতে বিজেপি মাথা চাড়া দিচ্ছে।

বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় বুর্জোয়া দলই গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের ঐক্যকে ভাঙার জন্য এবং ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করছে। এই যেমন খগড়াগড়ের ঘটনাকে এমন করে দেখানো হচ্ছে যেন দেশে এখন এটাই প্রধান বা মুখ্য সমস্যা! অথচ কীরকম 'আচ্ছে দিন' মোদি সাহেব আনছেন, সেটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এক ধাক্কায় রেলে যাত্রীভাড়া ১৪.২ শতাংশ, পণ্যমাশুল ৬.৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিল। এমনিতেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ওষুধের দাম মানুষের সাধ্যের বাইরে, এবার নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে আরও লাগামছাড়া দাম বাড়াবার সুযোগ করে দিল, ডিজেলের দামও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ইচ্ছামতো বাড়াবার সুযোগ করে দিল ব্যবসায়ীদের। যার ফলে পরিবহন ভাড়া বাড়বে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, কৃষিতে জলসেচের খরচ বাড়বে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়াল। ফলে সারের দাম বাড়বে, পাইপে সরবরাহকৃত গ্যাসের (সিএনজি) দাম বাড়বে। ভারতবর্ষে মাত্র ২০০টি জেলায় ১০০ দিনের কাজ রাখবে, অন্য কোথাও থাকবে না, এই কাজেও মজুরি কমাবে। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশের পরিবর্তে ৫০ শতাংশ কৃষকের মত নেবে, 'সেজ' গঠন করবে। শ্রম আইন সংস্কার করে মালিকদের ইচ্ছামতো কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, মজুরি কমানো, কাজের সময় বাড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে মালিককে অব্যাহতি দিচ্ছে। ব্যাপক হারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বিলগ্নিকরণ ও সরকারি শিল্প ও খনিগুলি বেসরকারিকরণ করছে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষায় ও বিমায় ৪৯ শতাংশ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছে। এইভাবেই একের পর এক পুঁজিপতিদের জন্য 'আচ্ছে দিনে'র বন্দোবস্ত করেছে বিজেপি সরকার। অন্য দিকে, একটি তথ্য বলছে, একচেটিয়া পুঁজি বা করপোরেট সেক্টরকে এ পর্যন্ত ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছে মোদি সরকার যেখানে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণ ২৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা এবং দেশীয় ঋণ ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৭ কোটি টাকা, যেখানে বাজেটে ৭৫ শতাংশ আর্থিক ঘাটতি। এই সব টাকা পাবলিকের ঘাড় ভেঙেই তোলা হবে মূল্যবৃদ্ধি ও ট্যাক্স বৃদ্ধির মাধ্যমে। জনজীবনের ওপর একের পর এক এইসব আর্থিক আক্রমণে জর্জরিত যাতে মাথা না তোলে তার জন্যই হিন্দুত্বের জিগির ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে ওদের দেখানো দরকার। এটা বুঝতে হবে।

সংখ্যালঘুদের মধ্যেও যেসব বিপথগামী যুবক আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে, উগ্র মৌলবাদে উস্কানি দিচ্ছে তারা সংখ্যালঘুদেরই ক্ষতি করছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণকেও এই ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কোনও ধর্ম প্রবর্তকই অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করেন নি। সৎ ও ধার্মিক মানুষ ধর্মীয় হানাহানি সমর্থন করতে পারেন না। ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় মৌলবাদ এক নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির জনস্বার্থ বিরোধী পুঁজিবাদী নীতির বিরুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তার সাথে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে যুক্ত করার পথেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

[গণদাবী, ৩১ অক্টোবর ২০১৪]

বীজ-সার-কীটনাশকে ভর্তুকি, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতসহ ৮ দফা দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বেশিরভাগ কৃষকের মূলধন না থাকায় এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ না পাওয়ায় মহাজনী সুদে অথবা ব্যবসায়ীদের কাছে আগাম আলু বিক্রির টাকা নিয়ে উৎপাদন খরচ জোগাড় করতে হয়। এতসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে যে চাষীরা আলু উৎপাদান করে, তারা প্রতিবছরই আলুর ন্যায্যমূল্য পায় না। গত বছর দেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত বস্তা আলু রাস্তায় ফেলে চাষীরা ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় প্রতিবাদ করেছে। চাষীরা উৎপাদন খরচ তুলতে পারে না, অথচ চাষী ঘর থেকে যখন আলু ব্যবসায়ী মহাজনের ঘরে জমা হয় তখন আলুর মূল্য ৮/৯ গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে যে আলু ২ টাকা কেজি দরে চাষী বিক্রি করে, সে আলু মহাজনের ঘর থেকে ঘুরে বাজারে বিক্রি হয় ২০/২৫ টাকা দরে। শুধু ন্যায্যমূল্য না পাওয়াই নয়, আলু সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকাও এক বিরাট সমস্যা। সারাদেশে আলু সংরক্ষণের জন্য সরকারি উদ্যোগে একটিও কোল্ডস্টোরেজ নির্মিত হয়নি। বেসরকারি মালিকানাধীন কোল্ডস্টোরেজে বস্তা প্রতি ভাড়া কত হবে এবং সংরক্ষণ কি পদ্ধতিতে হবে, তার কোন সরকারি নীতিমালা নেই। ফলে মালিকেরা ইচ্ছা মাফিক ভাড়া নির্ধারণ ও পদ্ধতি ঠিক করে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিএডিসির মাধ্যমে মানসম্মত বীজ সরবরাহ, বীজ-সার-কীটনাশকের-বেসরকারি বাণিজ্য ও বিপণন বন্ধ, বস্তা প্রতি কোল্ডস্টোরেজ ভাড়া ১শ' টাকা নির্ধারণসহ ৮ দফা দাবি বাস্তবায়ন করে আলুচাষীদের রক্ষার দাবি জানান।

একই দিনে বগুড়া ও জয়পুরহাটেও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

সুমাইয়া হত্যার বিচারের দাবিতে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানববন্ধন

মাদ্রাসা ছাত্রী সুমাইয়ার হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে আন্দোলন

লালবাগের হালিমা সাদিয়া মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রী ১১ বছর বয়সী সুমাইয়া আক্তার হত্যার বিচার, কর্তৃপক্ষসহ হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার, সঠিক পোস্টমর্টেম ও তদন্ত রিপোর্ট প্রণয়নের দাবিতে এলিফ্যান্ট রোড এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী-মুক্তি কেন্দ্র। এরই অংশ হিসাবে ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে এলিফ্যান্ট রোডে মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে শত শত এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এলাকাবাসী এলিফ্যান্ট রোড হতে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জাতীয় প্রেসকাবে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ ও পুলিশ প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান, ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ ইত্যাদি নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এলাকাবাসী এ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জাতীয় কমিটির প্রতিক্রিয়া

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুলাহ এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ১৫ সেপ্টেম্বর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, 'এ এক নির্মম পরিহাসের বিষয় যে, বাংলাদেশের সরকার একদিকে বাংলাদেশে বাঘের একমাত্র আবাসস্থল সুন্দরবনের ধ্বংস নিশ্চিত করার মত দূরত্বে একাধিক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করছে ও অনুমতি দিচ্ছে; অন্যদিকে বাঘ আর সুন্দরবন বাঁচানোর গুরুত্বের কথা বলে আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলন উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।' তাঁরা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, "বাঘ বাঁচায় সুন্দরবন-সুন্দরবন বাঁচায় বাংলাদেশ"। কিন্তু তিনি একথাটি উহ্য রাখছেন যে, বাংলাদেশকে বাঁচায় যে সুন্দরবন তাকেই এই সরকার দেশি-বিদেশি লুণ্ঠনকারী মুনাফাখোর ও দখলদারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন।' তাঁরা আরও বলেন, 'সুন্দরবনধ্বংসী তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলেরও সোচ্চার হওয়া উচিত। কেননা সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশের নয় বিশ্বেরও অমূল্য সম্পদ, যা পৃথিবীতে একটিই আছে। এটি ধ্বংস হলে আর একটি সুন্দরবন তৈরীর ক্ষমতা মানুষের নেই।'

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোট ন্যাটোর বিরুদ্ধে ৩১ আগস্ট '১৪ লন্ডনের মাটিতে অনুষ্ঠিত লাখো মানুষের বিক্ষোভে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির প্রবাসী সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম এগিয়ে নিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গেলে জীবনের ওপর চেপে বসা অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-বৈষম্য, অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে সে মুক্তি পাবে? মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে সমাজকে কীভাবে রক্ষা করবে? এর উত্তর দেশের বেশিরভাগ মানুষই জানে না। এমনকি শিক্ষিত বলে, রাজনীতি-সচেতন বলে যারা পরিচিত তাদের অনেকেই আজ হতাশ – কিছু হবে না। বড়জোর তারা নির্বাচনে ভালো সৎ প্রার্থী দেখে ভোট দেয়ার কথা বলেন। যেন ভালো আর সৎ প্রার্থী দেখে ভোট দিলেই জীবনের সংকট সমাধান হয়ে যাবে। অথচ ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে যে সমাজের সংকট দূর হয়নি, মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়নি, বর্তমান পরিস্থিতি সে সত্যই তো আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন মানুষ জানে যে এই জগৎ নিয়ম-শাসিত, নিয়মের অধীন। বস্তুজগতে, সমাজজীবনে, ব্যক্তি জীবনে – যেখানে যত পরিবর্তন ঘটে সবই নিয়ম মেনে ঘটে। বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মানুষ এই নিয়ম জানার সংগ্রাম করছে। সেই নিয়ম জেনে কখনো পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে, কখনো নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে, কখনো নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ফলে সমাজের সংকটের প্রকৃত কারণ কি, তার থেকে উত্তরণের বিজ্ঞানসম্মত পথ ও পদ্ধতি কি সেটা না জানলে আমাদের শুধু অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে হবে আর বার বার হতাশ হতে হবে। পরিবর্তন আমরা ঘটাতে পারব না। একা একাও পারব না, আবার লক্ষ লোকের জটলা তৈরি করেও পারব না।

মহান কার্ল মার্কস আমাদের সামনে রেখে গেছেন এক অমূল্য সম্পদ – দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যাকে আমরা বলি মার্কসবাদী বিজ্ঞান। সমাজ ও ইতিহাসর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, বর্তমানে যে সমাজে আমরা বাস করছি সেটির ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানা-নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি এবং শ্রমশোষণ। এই ব্যক্তি-মালিকানা এবং শ্রমশোষণই বর্তমান সমাজের সমস্ত সংকটের প্রধান কারণ। তিনি আমাদের সামনে এ শিক্ষাও রেখে গেছেন যে এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সংকটের হাত থেকে সমাজের মুক্তি নেই, সভ্যতার মুক্তি নেই, আর তাই ব্যক্তি মানুষেরও মুক্তি নেই। কার্ল মার্কস আরো দেখিয়েছেন, এ যুগের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী হল সর্বহারাশ্রেণী যারা এই শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষণ-বৈষম্য-নিপীড়নের শিকার। এই শ্রেণী নিজেকে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য থেকে মুক্ত করার লড়াই পরিচালনার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত মানবসভ্যতাকেই মুক্ত করবে। এই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও বিকশিত করেছেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ।

একদিকে ফ্যাসিবাদী শাসন অন্যদিকে উদ্ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত বামপন্থী মহল

বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য কত লড়াই করেছে অথচ সেই দেশেই আজ মানুষের ভোট না নিয়ে একটি অনির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করছে। কোনো ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নেই। আইনের শাসন রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। আইনের সম্পূর্ণ লংঘন করে একটা অনির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করছে অথচ বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ নীরব। এই বিচার বিভাগের কাছে কি ন্যায়বিচার আশা করা যায়? তার উপর, নানা ঘটনায় মানুষের মনে এ বিশ্বাসই দৃঢ়মূল হচ্ছে যে বিচার বিভাগ সরকারের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। প্রশাসন সম্পূর্ণ শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

দেশে যখন একটা ফ্যাসিবাদী শাসন চলছে তখন বামপন্থীদের অবস্থা কি? যে রাজনৈতিক শক্তির উপর মানুষ খানিকটা হলেও ভরসা করে তারা হলো বামপন্থী শক্তি। অতীতে বামপন্থীরা জনগণের দাবি নিয়ে লড়াই করেছে, বিপুল আত্মত্যাগ করেছে, সততা ও নিষ্ঠার নজির স্থাপন করেছে। কিন্তু আজ বামপন্থীদের অবস্থা উদ্ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত।

বামপন্থী নামধারী কিছু দল সুবিধাবাদীতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় নেমে সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে যা বাম আন্দোলন সম্পর্কে জনমনে আস্থাহীনতা ও বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলছে। আবার বিরোধী অবস্থানে থেকেও কোনো কোনো বামপন্থী সরকারের নীতি ও কৌশলের পক্ষেই জনমত গড়ে তোলার চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বামপন্থীদের কেউ কেউ শশব্যস্ত হয়ে শাসকশ্রেণীর সংকট সমাধান, তাদের মধ্যে সুবিবেচনা ও সুবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার জন্য ছোটাছুটি করছেন।

অন্য যেসব সৎ ও আন্তরিক বামপন্থীরা আছেন তারাও এককভাবে কিংবা মিলিতভাবে কার্যকর কোনো গণআন্দোলন গড়ে তুলতে বা সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। এর একটি কারণ হল বামপন্থীদের শক্তির দুর্বলতা। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমাদের দল বা অন্য কোনো দল এককভাবে, এমনকী বামপন্থী দলগুলো সম্মিলিতভাবেও এ মুহূর্তে বিরাট কোনো গণআন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি রাখে না। কিন্তু বামপন্থীদের আজকের এই বিভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্ত দশার মূল কারণ শক্তির দুর্বলতা নয়। মূল কারণ হলো আদর্শগত। আদর্শগত দুর্বলতা ও বিভ্রান্তির প্রধান দিকটি হল বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার বিভ্রান্তি। দ্বিতীয়টি হলো, বাম আন্দোলনে মূল্যবোধের প্রবল সংকট।

১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী। আজকে দেশে কায়েম হওয়া ফ্যাসিবাদী শাসনের পিছনে মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে ইতোমধ্যে দেশে গড়ে ওঠা একচেটিয়া পুঁজিপতি-মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ। কিন্তু আমাদের অনেক বামপন্থী বন্ধুই এখনো বাংলাদেশকে একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করেন। কেউ কেউ সামান্য সংশোধন করে বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র বললেও অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন বিবেচনা করেন। তাই এইসব বামপন্থী বন্ধুরা বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ ও মিত্র শক্তির সন্ধান পেয়ে থাকেন এবং বার-ংবার তাদের সাথে আপস-সমঝোতা করে থাকেন। আর এর মাধ্যমে তারা শেষপর্যন্ত দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীকেই কোনো না কোনো মাত্রায় সহযোগিতা করে থাকেন।

নৈতিকতার সংকট বাম আন্দোলনকে দুর্বল করে দিচ্ছে

বাম রাজনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংকট আজ সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই সংকটের প্রাথমিক উৎস অবশ্যই শত্রু-মিত্র নির্ধারণের ভ্রান্তি। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীই আজ দেশের জনগণের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনার কারণ। কিন্তু আমাদের যে বামপন্থী বন্ধুরা বুর্জোয়াদের মধ্যে মিত্র শক্তির সন্ধান পান, তারা সেই কথাটা জনগণের সামনে স্পষ্টভাবে বলেন না। অথবা বললেও বাস্তব অবস্থার সাথে মেলাতে না পেরে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলেন। এই দলগুলো নানাভাবে শাসকগোষ্ঠীর কোনো না কোনো অংশের সাথে সংযোগ-সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন এবং সেটা জনগণের সামনে আড়াল করেন। এই যে অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতার চর্চা তারা করেন সেটাই দলীয় সংস্কৃতিতে নানাভাবে প্রকাশিত হয়।

বাম আন্দোলনে সাংস্কৃতিক সংকট সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, "নতুন একটি শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলবার জন্য যে বিপ্লবটি আমরা করতে চাইছি, সেই বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোন কর্মসূচি এই পার্টিগুলির আছে কি নেই। অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে যে পুরনো মানসিকতা আজও বর্তমান রয়েছে তাকে ভেঙে আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপূরক নতুন মানসিকতা, অর্থাৎ নতুন উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান, যেটা সর্বহারা বিপ্লব গড়ে তোলার পরিপূরক, তা আনার জন্য জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে ব্যাপ্ত করে একটি সামগ্রিক ও যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি পথনির্দেশক নীতি সেই দলগুলি দেশের জনসাধারণের সামনে, দেশের আন্দোলনগুলোর সামনে তুলে ধরেছে কিনা এবং বিশেষ করে দলের নেতা ও কর্মীরা যাঁরা এই আদর্শগত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, তাঁরা এই সামগ্রিক ও যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রথমে নিজেদের জীবনে সেইগুলি প্রয়োগ করবার জন্য সংগ্রামটা শুরু করে দিয়েছেন কিনা – অর্থাৎ এককথায় রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিপূরক আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করার যথার্থই কোনরূপ চেষ্টা করছেন কিনা। ... সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে আচরণের ক্ষেত্রে, রুচি ও অভ্যাসগত ক্ষেত্রে কর্মী ও নেতাদের জীবনে যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যায়, তাহলে শুধুমাত্র বিপ্লবী তত্ত্বের বুক্‌নির আড়ালে সর্বহারা বিপ্লব হয়ে যাবে? এ কখনও হতে পারে? না, এ কখনও সম্ভব? অথচ, একদল নেতা এই বিপ্লবী তত্ত্বটা ঠিক হলেই বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ ঠিক হলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল এবং তার দ্বারাই বিপ্লব হয়ে যাবে – এই কথা বলে কর্মী ও নেতাদের সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা সব বিপ্লবের আগেই সেই বিশেষ বিপ্লবের পরিপূরক অর্থে প্রথমে করা প্রয়োজন, সেই গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে যান এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস, আচরণ ও সংস্কৃতিগত দিকটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন না।" এইসব দলগুলোর অভ্যন্তরে তাই নেতাদের অহম, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ, গ্রুপিং, তোষামোদি ইত্যাদি নানা ধরনের বুর্জোয়া নিকৃষ্ট সংস্কৃতির চর্চা চলতে থাকে। এসব দলের দ্বারা প্রভাবিত জনগণও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। দলের অভ্যন্তরে এই নিম্ন সাংস্কৃতিক মানের ফলে দলগুলোর মধ্যে হীন প্রতিযোগিতা, সংকীর্ণ দলবাজি, প্রচারসর্বস্ব কর্মকাণ্ড, মতবাদিক বিতর্কের পরিবর্তে হীন আক্রমণ ইত্যাদি চলে। এই সংস্কৃতির কারণেই না গড়ে উঠছে যুক্ত আন্দোলন, না বামপন্থীরা পারছে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। এর ফলে গোটা বামআন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিপ্লবী দল গড়ে ওঠার সাথে সাধারণ মানুষের কী স্বার্থ, কী সম্পর্ক?

সাধারণ মানুষের এই যে দুর্বিসহ জীবন, অন্ধকারময় ভবিষ্যত, এমন অবস্থা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়েই। মাত্র কিছুদিন আগে মিশরের মানুষ স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের জন্য কি বিরাট লড়াই করল, সেটা সারা দুনিয়ার মানুষ দেখেছে। আর এখন সেখানে মৌলবাদী চক্রের হাত ঘুরে পুনরায় সামরিক বাহিনীর হাতে দেশের শাসনভার চলে গিয়েছে। শুধু মিসর নয়, গোটা আরব বিশ্ব জুড়েই 'আরব বসন্তের' সুঘ্রাণ আজ ফিকে হয়ে এসেছে। ইউরোপসহ অপেক্ষাকৃত উন্নততর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মহামন্দার ধাক্কা সামাল দিতে গিয়ে জনগণের অধিকারের উপর খড়্গ নামিয়ে আনা হয়েছে। অকুপাই আন্দোলন, ৯৯ বনাম ১ ভাগের (we are 99%) আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু অবস্থার বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি।

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস আমাদের সামনে এ শিক্ষা রেখে গেছে যে মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। বর্তমান এই শোষণমূলক-বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে হলে চাই উপযুক্ত হাতিয়ার। সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দলই হলো সেই হাতিয়ার। কমরেড লেনিন বিপ্লবী দল গঠন-সম্পর্কিত বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এরপর এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ এ বিজ্ঞানকে আরো উন্নত ও বিকশিত করে গেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে এই সুসংগঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হলে চাই উচ্চ আদর্শ ও উন্নত মূল্যবোধের শক্তিতে বলীয়ান এক পার্টি। এই পার্টিই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদী, কষ্টকর গণআন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনকারী জনগণের শক্তি গড়ে তুলবে, যে শক্তি এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করবে। ফলে একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার কাজে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে।

চাই সঠিক আদর্শ, সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ও উন্নত মূল্যবোধ-নৈতিকতা

শোষণ-বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা শুধু মানুষকে অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করে না, মানুষকে নৈতিকভাবেও অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে চলে। গোটা সমাজ ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে, বিপ্লবী রাজনীতিতে যেমন সঠিক আদর্শ চাই, সেই সাথে সাথে ওই আদর্শের ভিত্তিতে সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ও উন্নত মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। আমাদের দল গড়ে উঠেছে এ যুগের সবচেয়ে উন্নত আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে এই শিক্ষাই রেখে গেছেন যে, একটি বিপ্লবী দলের প্রাণস্বত্তা তার উন্নত সাংস্কৃতিক মানের মধ্যেই নিহিত থাকে। এই আদর্শ ও মূল্যবোধের ঝান্ডা সমুন্নত রাখতে গিয়েই আমাদের দলের অভ্যন্তরে তীব্র মতাদর্শগত বিতর্ক হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় আমাদের এই বিশেষ কনভেনশন।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে আদর্শ ও মূল্যবোধের শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। এই ভিত্তির উপরই ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষমতাসম্পন্ন বিরাট শক্তি গড়ে ওঠে। আমাদের দলের বিশেষ কনভেনশন সেই আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার কনভেনশন। পার্টি গড়ে তোলার এ সংগ্রাম শুধু আমাদের সংগ্রাম নয়, সমাজের প্রতিটি শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, প্রতিটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সংগ্রাম। আমাদের এই সংগ্রামকে সকলে সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নেবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনের মরদেশে শ্রদ্ধা নিবেদন

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে গত ৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সীমা দত্ত, কল্যাণ দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এড. রোকেয়া বেগমের স্মরণসভা

বাসদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার প্রয়াত সদস্য এড. রোকেয়া বেগমের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে এক স্মরণসভা জেলা বাসদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমন্বয়ক শেখর রায়ের সভাপতিত্বে ও নারী-মুক্তি কেন্দ্রের জেলা আহ্বায়ক সেঁজুতি চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভায় আলোচনা করেন সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক মিল্লাত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শেখ জলিল, কৃষিবিদ সামছুল হোসেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জেলা সভাপতি মাহমুদ আরা আক্তার হেলেন, প্রাক্তন বামপন্থী নেতা কাজী সালাউদ্দিন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির জেলা আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম আজাদ, গণসংহতি আন্দোলনের সংগঠক আব্দুল কালাম আল আজাদ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক তোফাজ্জল হোসেন, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংগঠক নাঈমা খালেদ মনিকা, ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসি-ংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস, বাকৃবি সভাপতি আশরাফ মিল্টন, আনন্দমোহন কলেজ শাখার সভাপতি মিশু দত্ত। আলোচকগণ আজীবন বিপ্লবী সংগ্রামের সক্রিয় কর্মী ও পৃষ্ঠপোষক এড. রোকেয়া বেগমের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে শিক্ষা কনভেনশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। এ অধিবেশনে আলোচনা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা নিত্রা, বাসদ নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, কুড়িগ্রামের রৌমারীর স্কুল শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক এবং গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক আসিফ চৌধুরী। প্রথম অধিবেশন শেষে শিক্ষার দর্শন নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর কোটেশন ও দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও সংগঠন পতাকা নিয়ে একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করে।

শিক্ষা কনভেনশনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল সাড়ে তিনটায়। শুরুতে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র প্রতিনিধিরা। পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষাচিত্র নিয়ে বক্তব্য রাখেন কলিন চাকমা, বাকৃবি'র আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আশরাফ মিলটন, কারমাইকেল কলেজের আবু রায়হান বকসি তুলে ধরেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের নানা চিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্মিতা রায় সুপ্তি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি অরূপ দাস শ্যাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলে রাব্বী নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের ধারণা পত্র 'শিক্ষার দর্শন ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব' উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা।

এ অধিবেশনে আলোচনা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, জয়পুরহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক কৃষ্ণ কমল এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারেক। শিক্ষা কনভেনশনের ঘোষণা পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু। শিক্ষা কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশন সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয়। তিনি ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-অভিভাবকসহ সকলের প্রতি এই আন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানান।

সারাদেশে মতবিনিময় সভা

শিক্ষার বানিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে 'শিক্ষা কনভেনশন' আয়োজন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। এর পূর্বে মাসব্যাপী সারাদেশে শিক্ষাবিদ-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষানুরাগী মানুষকে যুক্ত করে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিলেট : ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার উদ্যোগে ২৯ আগস্ট বিকাল ৪টায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর কমিটির সভাপতি রেজাউর রহমান রানার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদের পরিচালনায় আনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমেদ, গণতন্ত্রী পার্টি সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক আরিফ মিয়া, সুজন সিলেট জেলার সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, সিলেটের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অম্বরীষ দত্ত, বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, মালনীছড়া চা বাগানের প্রধান শিক্ষক হৃদেশ মুদি, কলেজ শিক্ষক রয়েল আদিত্য, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা, অভিভাবক আশীষ রায় প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাসদ সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক কে.এম. কিবরিয়া, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রিয় উপদেষ্টা ডা. ফাতেমা ইয়াছমিন, এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব।

মহান শিক্ষা দিবসের ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিকাল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ গণতন্ত্রী পার্টি সিলেট জেলা শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার আরশ আলী, বাসদ নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা, সংগঠনের নগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জয় কান্ত দাস, শাবিপ্রবি শাখার আহ্বায়ক অনীক ধর প্রমুখ।

আলোচনা করছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

চট্টগ্রাম : ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার আয়োজনে মতবিনিময় সভা ৮ সেপ্টেম্বর স্টুডিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নগর শাখার সভাপতি তাজ নাহার রিপনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আরিফ মঈনুদ্দীনের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডা. মাহফুজুর রহমান, লেখিকা প্রাক্তন অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া, কলামিস্ট সাখাওয়াত হোসেন মজনু, চমেক-এর প্যাথলজি বিভাগের সভাপতি ডা. জিল্লুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক আমির উদ্দীন, রেলওয়ে সিটি কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার আচার্য, বাসদ নেতা অপু দাশ গুপ্ত, ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, সাংবাদিক দ্বৈপায়ন রনি, অভিভাবক শাহিন মঞ্জুর, নাইম উদ্দীন, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, চুয়েটের শিক্ষক রিগ্যান মজুমদার, এড. বিশুময় দেব প্রমুখ।

কোতোয়ালী থানা শাখার উদ্যোগে নগরীর ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবিদের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট কোতোয়ালী থানা শাখার আহ্বায়ক মাহফুজা খাতুন মলির সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মো. জাহেদের পরিচালনায় এ মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল ডক্টরস ফোরামের আহ্বায়ক ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, শাহ্ আউলিয়া কলেজের অধ্যাপিকা জুলেখা আক্তার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি তাজ নাহার রিপন ও নগরীর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বাঁশখালী : ছাত্র ফ্রন্ট বাঁশখালী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক মতবিনিময় সভা ১৭ সেপ্টেম্বর বাঁশখালী উপজেলা সদরে বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আরিফ মাঈন উদ্দীন, বাঁশখালীর বাসদ সমন্বয়ক শিক্ষক অমৃত কারণ, বাঁশখালী উপজেলার আহ্বায়ক রিংকু দে, পৌরসভা আহ্বায়ক বাবু দত্ত। শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, শিক্ষক বাবলা দাশ, সিনিয়র শিক্ষক রতন কান্তি দে, শিক্ষক নেজাম উদ্দীন, শিক্ষক শিবানন্দ দে, শিক্ষক সত্যজিৎ বড়ুয়া, অভিভাবক অমরজিৎ বড়ুয়া, স্কাউট লিডার মো. রফিক, শিব্বির আহমদ, মো. সৈয়দ, রনধীর বড়ুয়া, বাবলা দাশ, ছোটন দাশ, বিষু বিশ্বাস, রুপন বড়ুয়া, পলাশ দাশ, ছাত্র ফ্রন্ট সদস্য বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজের ছাত্রনেতা বাপ্পা দে, দীপ্ত ভট্টাচার্য্য, সাগর শীল, পবিত্র, জবা দে, আলাওল ডিগ্রী কলেজের ছাত্র নেতা রায়হান ওমর, জসীম উদ্দিন, কায়ছার হামিদ প্রমুখ।

রংপুর : ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে 'শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ ও সংকোচনের ফলাফল এবং আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় রাজা রামমোহন রায় ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকনের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ড. রেজাউল হক, অধ্যাপক রিয়াজুল ইসলাম বসুনীয়া, সিপিবি'র রংপুর জেলা সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন, বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, রংপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুদ আলী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কলামিস্ট ড. তুহিন ওয়াদুদ, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেজওয়ানুর রহমান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বনমালী পাল, মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর হোসেন চাঁদ, সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়ন ফোরাম বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সাংবাদিক এসএম পিয়াল, ডা. ইয়াসমিন আক্তার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়কারী আরিফুল হক, সমাজকর্মী অলোক নাথ, ছাত্র ইউনিয়ন রংপুর জেলা সংসদের সভাপতি মাহমুদ হোসেন জুয়েল, ছাত্র ফেডারেশন কারমাইকেল কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রনি, ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসী, ছাত্র ফ্রন্ট রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

গাইবান্ধা : ছাত্র ফ্রন্ট দাড়িয়াপুর অঞ্চল শাখার উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথ বর্মন মিলনায়তনে 'শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ও সংকোচন নীতি প্রতিরোধ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ১৮ আগষ্ট বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট দাড়িয়াপুর অঞ্চল সংগঠক শামছুন্নাহার দুলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ কিরণময় চন্দ্র বর্মন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পরিতোষ কুমার বটু, বাসদ সদর উপজেলা শাখার সদস্য সচিব কাজী আবু রাহেন শফিউল্লাহ, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, মাহবুব আলম মিলন।

হবিগঞ্জ : ছাত্র ফ্রন্ট হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় স্থানীয় আর.ডি.হলে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সংগঠক শফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় মত বিনিময় সভায় আলোচনা করেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. ইক্রামুল ওয়াদুদ, বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মানস নন্দী, সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুজ জাহের চৌধুরী, বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক এম.এ. রব, হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি এড. মুরলী ধর দাস, জাসদ হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি মো. খায়রুল মনসুর চৌধুরী, শচীন্দ্র কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান দেবল চৌধুরী, বর্ণমালা খেলাঘর আসর হবিগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক দিপুল কুমার রায়, সাবেক শিক্ষক কাওসার খসরু, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর কমিটির সভাপতি রেজাউর রহমান রানা প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে আশিকা হল রুমে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। জয় কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, সুনীল কান্তি দে, ডা. রূপম দেওয়ান, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, এড. জুয়েল দেওয়ান, তনয় দেওয়ান, নির্মল বড়ুয়া, হেফাজতুল বারী সবুজ, মুক্তা ভট্টাচার্য, সুশীল প্রসাদ চাকমা, এম. জিসান বখতিয়ার প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেউ উচ্চশিক্ষার বিপক্ষে নয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এখানে যা কিছু উদ্যোগ নেয়া হোক না কেন তা পার্বত্যবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সকলের মতামত নিতে হবে। কাউকে বসতভূমি থেকে উৎখাত করে এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে পাহাড়ি-বাঙ্গালি সকলে মিলেই তা প্রতিহত করতে হবে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির গণবিরোধী পরিকল্পনা বাতিল কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মূল্যবৃদ্ধির চাপে ইতোমধ্যে অধিকাংশ মানুষ সংসারের খরচ যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে, তার ওপর গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির এই ঘোষণায় তারা আতংকিত ও বিক্ষুব্ধ। সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বেশি এই অজুহাতে সরকার পাইপলাইনে গ্যাস ব্যবহারকারীদের বিল বাড়াতে চায়, অথচ জনকল্যাণকামী সরকার হলে তাদের দায়িত্ব ছিল সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমানোর ব্যবস্থা নেয়া। বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে উত্তোলনের কারণে তাদের কাছ থেকে বেশি দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা-বাপেক্স অনেক কম দামে গ্যাস সরবরাহ করছে। ফলে গ্যাসের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে গ্যাসখাত তুলে দেয়ার সরকারি নীতি। এরপরও গ্যাস খাতে লোকসান হচ্ছে না, সরকার তার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যই গ্যাসের দাম বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে। একইভাবে, ডিজেল-কেরোসিনের দাম বাড়লে গাড়িভাড়া বাড়বে, পরিবহন খরচ বাড়ায় দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মহাজোট সরকার একদিকে 'উন্নয়নের জোয়ার' এর কৃতিত্ব দাবি করছে, অন্যদিকে জনগণকে স্বল্পমূল্যে সেবা দেয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্যাস-জ্বালানি তেল-বিদ্যুৎ-পানি সবকিছুর দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলছে। সরকারের এইসব গণবিরোধী পদক্ষেপ প্রতিহত করতে গণআন্দোলনে শামিল হতে তারা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সিলেট : গ্যাস ও ডিজেল-কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে ১৮ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জিন্দাবাজার রাজা ম্যানশনস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শিশু পার্কের সম্মুখে সমাবেশে মিলিত হয়।

বীরকন্যা প্রীতিলতার ৮২তম আত্মাহুতি দিবস স্মরণ

বাসদ, নারীমুক্তি কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, শিশু কিশোর মেলা, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে নানা আয়োজনে চট্টগ্রামে বীরকন্যা প্রীতিলতার ৮২তম আত্মাহুতি দিবস পালিত হয়।

রংপুর : বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর ৮২তম আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় নগরীর লালবাগ কেডিসি রোডস্থ বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সংগঠক ইয়াসমিন হকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, নাজমুন নাহার লিপি, রোকুনজ্জামান রোকন, আবু রায়হান বকসি, মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সিলেট : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ২৪ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় রাজা ম্যানশস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক ফাতেমা ইয়াছমিন ইমার সভাপতিত্বে এবং তামান্না আহমদের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, ইসরাত রাহী রিশতা, রুবাইয়াৎ আহমদ প্রমুখ।

সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ-বেসরকারিকরণ-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ও সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা কনভেনশন। ২৩ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি বিষয়ে বাণিজ্যিক নাইট কোর্স বন্ধ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিভি ও ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা কোর্স ফি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বাণিজ্যিক নাইট কোর্স বন্ধ, বাকৃবিতে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও ছাত্র হত্যার বিচার, শাবিপ্রবি-তে ভর্তি ফরমের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও যৌন নির্যাতনের বিচার – এরকম নানা দাবিতে আন্দোলনমুখর ছিল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফল বিপর্যয়, সেশনজট ও বর্ধিত ফি আরোপের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল। এ আন্দোলনসমূহে পুলিশি হামলা ও প্রশাসনিক দমন-পীড়নের ন্যাক্কারজনক নজির যেমন আছে; অন্যদিকে আছে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের লড়াকু ও সাহসী ভূমিকা। এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল একের পর এক প্রশ্নপত্রফাঁসের ঘটনা। এ রকম একটি পরিস্থিতিতেই ছাত্র ফ্রন্ট শিক্ষা কনভেনশনের ডাক দেয়।

শিক্ষা কনভেনশন উপলক্ষে ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষা সংকটের চিত্র তুলে ধরে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জুন মাস থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে বইটি নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষাবিদ-অভিভাবক-পেশাজীবীদের সাথে পুস্তিকা নিয়ে মতবিনিময় আয়োজন করা হয়। কলেজে কলেজে ছাত্রদের সাথেও মতবিনিময় করা হয়। এর সাথে সাথে শিক্ষা কনভেনশনে অংশগ্রহণেচ্ছুকদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। শিক্ষা কনভেনশনের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪। যুদ্ধাপরাধী দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ে ঘাতক ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি জামাত লোক দেখানো প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর সাথে ছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, নিম্নচাপের কারণে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি। এসব প্রতিকূলকতা উপেক্ষা করেই শেষ পর্যন্ত শিক্ষা কনভেনশন সফলভাবে সমাপ্ত হল।

শিক্ষা কনভেনশনের প্রথম অধিবেশনে 'শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ' শীর্ষক ধারণা পত্রটি উপস্থাপন করেন সংগঠনের (সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের একাংশ

কমরেড কৃষ্ণ কমল লাল সালাম

হাজার হাজার সহযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ীকে চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিলেন বাংলাদেশের সামাজতান্ত্রিক দল - বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড কৃষ্ণ কমল। গত ২১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টায় প্রাতঃভ্রমণকালে বগুড়ার তিনমাথায় (আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজের সামনে) পেছন থেকে ধেয়ে আসা ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র পার্টিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। আশেপাশের জেলা থেকে দলের নেতাকর্মীরা বগুড়ায় ছুটে যান।

কৃষ্ণ কমলের মৃত্যুর সংবাদে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশের দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে কমরেড কৃষ্ণ কমলের মৃত্যুতে দলের পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তার এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য কমরেডস সাইফুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মোশাররফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, সিদ্দিকুর রহমান, ইয়াসিন মিয়া ও হামিদুল হক এক বিবৃতিতে কমরেড কৃষ্ণ কমলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

সদা হাস্যময় কমরেড কৃষ্ণ কমল শোষিত-মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সার্বক্ষণিক একজন কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের যেমন এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তেমনি তাঁর মৃত্যু শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করা অকৃত্রিম এক বন্ধুর বিয়োগ হিসেবে বামপন্থী ও প্রগতিশীল (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির গণবিরোধী পরিকল্পনা বাতিল কর

বিক্ষোভ সমাবেশে বাসদ নেতৃবৃন্দ

গ্যাসের মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-সীমিত আয়ের আবাসিক গ্রাহকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তাদের আর্থিক দুর্দশা আরো প্রকট হবে। আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গ্যাসের এই বিপুল মূল্যবৃদ্ধি অযৌক্তিক ও গণবিরোধী। গ্যাস ও ডিজেল-কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে ১৫ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বাসদ নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, জহিরুল ইসলাম, ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিল পল্টন- (সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্ধমানে বিস্ফোরণ কাণ্ড – কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই দায়ী

এস ইউ সি আই (সি)

[বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে বোমা বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে দু'দেশেই নানা আলোচনা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমেও নানা তথ্য আসছে। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের এস ইউ সি আই (সি) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২২ অক্টোবর কলকাতা প্রেসক্লাবে যে বক্তব্য রাখেন তা সাম্যবাদের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।]

বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। আমরা সকলেই বলতে চাই অপরাধীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। এ কথাও মনে করি যেখানে জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্ন যুক্ত সেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যৌথ ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এখানে দু'পক্ষের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। একে অপরকে দায়ী করে যাচ্ছে। আর একটা প্রশ্নও ওঠে, বাংলাদেশ থেকে অপরাধীরা যদি এসেই থাকে, জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সীমান্তে রক্ষী বাহিনী আছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গোয়েন্দাবাহিনী আছে, তারা কী করছিল? ঘটনার আগেই গোয়েন্দারা তা ধরতে পারল না কেন? তা হলে দুই সরকারই যে দায়িত্ব পালন করেনি এ কথা কি তারা অস্বীকার করতে পারে?

আমরা আরও বলতে চাই, গোটা বিষয়টা নিয়ে অপরাধী খোঁজার থেকেও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে ধর্মের লোকই করুক, সেটা অপরাধ। তার জন্য এ ধারণার সৃষ্টি করা চলে না যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এর সাথে যুক্ত। বাবরি মসজিদ যারা ধ্বংস করেছিল, গুজরাটে যারা দাঙ্গা বাধিয়েছিল, তারা উগ্র হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজ, তার মানে কি হিন্দুদের বিরাট অংশ এতে জড়িত ছিল? একইভাবে ট্রেনে-মন্দিরে-মসজিদে নানা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুজরাটের অসীমানন্দ, রাজস্থানের প্রজ্ঞাভারতী পরিচালিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, তার মানে কি অধিকাংশ হিন্দু সন্ত্রাসবাদী?

কোনও মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদীরা যদি ব্যবহার করে থাকে, তার মানে কি (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বীজ-সার-কীটনাশকে ভর্তুকি, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতসহ ৮ দফা দাবিতে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ ও কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি

কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট-এর উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় রংপুরে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের পূর্বে প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক বাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদের পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু, আলুচাষী মোহাম্মদ আলী, তসলিম উদ্দিন, নুর ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উচ্চ মূল্য বীজ-সার-ডিজেল-বিদ্যুৎ-কীটনাশক ক্রয় করে ফসল উৎপাদন এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া কৃষকদের জন্য যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছরই বাজার থেকে উচ্চমূল্যে কেনা বীজ আলু নির্ভেজাল কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কীটনাশক-সারেরও একই অবস্থা। (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ইমেইল: spb@sammobad.org, ওয়েবসাইট : sammobad.org